দৈনিক খবর

05 AUG 1988

কৃষি কলেজ বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদ

05 AUG 1988

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

কৃষি কলেজের সর্বদলীয় ছাত্র পরিষদ কলেজ বন্ধ ঘোষণা বাধ্যতামূলক হল ত্যাগের নির্দে প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সমা করেছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

কৃষি কলেজ বন্ধ করে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকালে মধুর কেন্টিনের সামনে আয়োজিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোটের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ছাত্র নেতা আবদুর রহমান ও আসাদুজ্জামান রিপন। সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম।

সভাশেষে এক বিক্ষোভ মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাবে যায়। পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

কৃষি কলেজের ঘটনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন বলেছে, একজন পরীক্ষার্থীকে বিধি বহির্ভূতভাবে বহিষ্কার, পরবর্তীতে শিক্ষকদের সাথে উচ্ছৃংখল আচরণ, ভাঙচুর, ক্যাম্পাসে পুলিশী অনুপ্রবেশ ও নাটকীয় কায়দায় কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আকস্মিক ক্লাস বন্ধ, ২ ঘন্টার নোটিশে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ এবং এ অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে। বিবৃতিতে কলেজ খুলে দিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের সম্মানজনক ও সৌহার্দমূলক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কলেজ কর্তৃপক্ষ, সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রদের প্রতি আহবান জানান হয়।

বিবৃতি দিয়েছেন, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মোহাম্মদ তাহের উল্লা ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি মোস্তফা ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক মুকুল, ছাত্র লীগ (মু-না) সভাপতি মুশতাক হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, ছাত্র ইউনিয়ন কৃষি কলেজ শাখার সভাপতি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম।

কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য

কৃষি কলেজ বন্ধ ঘোষণা ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম শামসুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, গত ২০শে জুলাই কলেজের প্রথম পর্ব কৃষি স্নাতক শ্রেণীর একজন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও অসদাচরণের জন্য বহিষ্কারের ফলে কলেজের পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সকল শিক্ষক এক জরুরী সভায় মিলিত হন এবং সভা চলাকালে ছাত্ররা শিক্ষক ও অধ্যক্ষকে উদ্দেশ করে অশোভন ও অসদাচরণ করে। একপর্যায়ে শিক্ষকদের ঘেরাও করলে জীবন ও মালামাল রক্ষার স্বার্থে পুলিশ ডাকা হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ও ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর পুলিশের উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করে।

শিক্ষক লাঞ্ছিত

কৃষি কলেজ কীটতত্ত্ব বিভাগের একজন প্রভাষক মিজানুর রহমান নওরোজ গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাঞ্ছিত হয়েছেন। কৃষি কলেজের ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা শুরুর ঠিক আগে বিক্ষুব্ধ যুবকদের দ্বারা এ ঘটনা ঘটে। পরে ছাত্ররাই তাকে মুক্ত করে ঘটনাস্থল ত্যাগে সাহায্য করে।

পুলিশের ভাষ্য

ঢাকা মহানগর পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে কৃষি কলেজে পুলিশের লাঠিচার্জ ও ছাত্রদের হয়রানি সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ তথ্য নির্ভর নয় বলে উল্লেখ করে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে।

ব্যাখ্যায় বলা হয়, ৩রা আগস্ট ঐ কলেজের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে অধ্যক্ষ অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে সকাল ১০ টায় জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। তখন শত শত ছাত্র তাদের ঘেরাও এবং হুমকি প্রদর্শন করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখে অধ্যক্ষ ২ জন অধ্যাপককে লিখিত চিঠি দিয়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের (উত্তর) কাছে পাঠান।

পরে কৃষি কলেজের শিক্ষকদের জীবন, মালামাল ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার তাগিদে ডেপুটি কমিশনার বিপুলসংখ্যক পুলিশ নিয়ে সেখানে যান। পুলিশ দেখে ছাত্ররা ঘেরাও প্রত্যাহার করে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ রুম থেকে বেরিয়ে এসে গৃহীত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। সিদ্ধান্তে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কলেজ বন্ধ ও ২ ঘন্টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ছাত্ররা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে হল ত্যাগ করে।

ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়, পুলিশ ছাত্রদের হল ত্যাগের ব্যাপারে বল প্রয়োগ করেনি। ছাত্রদের সাথে কোন্দলেও যায়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্যে পুলিশ সেখানে গিয়েছিল।

কৃষি কলেজ বন্ধ ঘোষণা ও হলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ছাত্ররা গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মিছিল বের করে —— খব